

জাতীয় সঙ্গীত ও বাংলা সংস্কৃতি নিয়ে কিছু কথা

অর্নব দত্ত খুবই বিনয়ের সাথে তার লিখা শেষ করেছেন বাংলাদেশীদের সেন্টিমেন্টে আঘাত দেয়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে। উনার এই উদারতায় আমরা মুগ্ধ। উনার এ লেখা প্রসঙ্গে যা যা যৌক্তিক আলোচনীয় বিষয় ছিল তা অভিজিত রায় আর প্রদীপ দেব ইতিমধ্যে লিখে ফেলেছেন। তার সাথে আমি অল্প কিছু কথা যোগ করতে চাই।

আজকে বিশ্বে বাংলাভাষা "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা" হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র, জাপানের কোন কোন ইউনিভার্সিটি বাংলাভাষা নিয়ে আলাদা বিভাগ খুলেছে, বাংলাদেশের নাটক নিয়ে কাজ করছে, হুমায়ুন আহমেদ, আবদুল আলীম, পল্লীকবি জসীমউদ্দিন কে নিয়ে গবেষণা করছে, মোট কথা বর্হিবিশ্বে বাংলা সংস্কৃতি ও ভাষা নিয়ে যতটুকু আগ্রহ আর কৌতুহল কাজ করছে তা কিন্তু বাংলাদেশ কে ঘিরেই। বাংলাভাষা বাংলাদেশের রাস্ট্রভাষা তাই বাংলাদেশের মানুষ বাংলাভাষাকে যা দিতে পারে, কোন এক দেশের প্রাদেশিক ভাষা তা কখনোই দিতে পারে না। তাতে যদি কোন কোন উন্নাসিক ভাষা না বোঝার কারনে সাহিত্য বুঝতে না পারেন, অজ্ঞতার জন্য না কোন কোন তথ্য না জানেন, কিংবা ভাষা শুনলে তাদের হাসি পায় সেটাতো তাদের সমস্যা, তার জন্য প্রগতি তো আটকে থাকবে না। সৃষ্টির আদিকাল থেকেই যারা পরিবর্তনশীল পৃথিবীর সাথে তাল মিলাতে পারেনি তারা পিছিয়ে গেছে কিন্তু পরিবর্তন থেমে থাকেনি।

অর্নব দত্ত অনেক কষ্ট করে অনেক কথা লিখেছেন যার মধ্যে দু-বাংলার এক হয়ে যাওয়ার স্বপ্নও আছে। এ অংশটুকু পড়ে ছোটবেলায় পড়া শরৎচন্দ্রের "মেজদিদি" গল্পটি বহুদিন পর আবার মনে পড়ল। "কাদম্বীনি সংসারী লোক, তিনি ঠিক বুঝতেন ভাঙ্গা হাড়ি আর জোড়া লাগে না।" মেজদিদি ঝগড়া করার পর আবার একসাথে থাকতে চাইতেন সে প্রসঙ্গেই শরৎচন্দ্রের এই লাইনের অবতারণা। তাই অর্নব দত্তকে বলছি, বাংলাদেশীদের শ্রেষ্ঠ অর্জন স্বাধীনতাকে বাদ দিয়ে কেউ পশ্চিম বঙ্গের সাথে এক হতে চাইবে এ কথা বোধহয় আজ আর পাগলেও ভাবতে পারে না। যত সামান্য আর ছোটই হোক তাও নিজের দেশ, নিজের মাটি। আর তাতে আছে বাংলা নববর্ষের উত্তাল আয়োজন, পহেলা ফাল্গুনের মনোরম সাজ, ষোলই ডিসেম্বরের উল্লাস, ফুচকা-চটপটি, একুশের জমজমাট বইমেলা, ক্রিকেট জয়ের আনন্দ এইবা কম কি আমাদের জন্য? আর যারা আমাদের ভাষা ঠিকমতো বুঝতে পারেন না, তারা আমাদের সাথে একসাথে সংসার করতে থুঙ্কু বসবাস করতে আসবেন এই সৌভাগ্যতো আমরা কল্পনাও করতে পারি না।

আমাদের বাঙ্গাল ভাষা অর্নব বাবুদের দেশে হাস্যরসের যোগান দেয় ভাবতেও ভালো লাগল। আজকালের এই নগর জীবনের যান্ত্রিক সভ্যতায় লোকে যখন অতিষ্ঠ ঠিক সে সময়ে আমরা কিছু লোককে নির্মল বিনোদন দিতে পারছি তাই বা কম কিসে? কিন্তু অর্নব আপনাকে চুপিচুপি বলে রাখি আপনি কি জানেন আপনাদের ঘটিদের নেবু, নংকা আর স এবং ছ এর উচ্চারণ নিয়ে কিন্তু আমরাও কম হাসি না। শুদ্ধ বাংলা উচ্চারণ কিন্তু আদতে কোলকাতায় এখন সোকলড বাঙ্গালদের দ্বারাই টিকে আছে। বাঙ্গাল ভাষায় একটা কথা আছে, "একদেশের গালি আর এক দেশের বুলি"। আপনি প্রথম আলো নামে বাংলাদেশের সবার্ধিক জনপ্রিয় পত্রিকাটির ২৮শে এপ্রিলের অন্যআলো পৃষ্ঠাটা পড়ে দেখবেন। জনপ্রিয় নায়ক টম ক্রুজ আর কেটি হোম দম্পতি অনেক জ্যোতিষীর সাথে আলোচনা করে তাদের প্রথম সন্তানের নাম রেখেছেন "সুরি" যার অর্থ হিব্রু ভাষায় "দূর হ"। এই পৃথিবীতে কোন কিছুই ধ্রুব নয়, সব পরিবর্তনশীল। একসময় বঙ্কিমচন্দ্রের দাপটে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোনঠাসা ছিলেন আজ আবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই বিশ্বজোড়া সমস্ত বাংলা ভাষাভাষীদের অনেক কাছের মানুষ। কে জানে কালের বিবর্তনে কোন বাংলাভাষা আবার প্রমিত বাংলা হয়ে দাড়ায়? তবে আমরা বাঙ্গালরা অনেক পাজী বিধায় আমরা শুধু আপনাদের ভাষা নিয়েই মজা করিনা, আরো অনেক কিছু নিয়েই মজা করি, তারমধ্যে আপনাদের খাদ্যভাস, আখিত্যেয়তা অনেক কিছুই পড়ে।

কবি, শিল্পী, লেখক এদের কোন জাত হয় না, দেশ হয় না একথা সবাই জানে এবং মানেও। তাইতো নুসরাত ফতেহ আলী খান মারা যাওয়ার পর ভারত বলেছিল তিনি যতটুকু পাকিস্তানের ছিলেন ঠিক ততটুকুই ভারতের ছিলেন। তখন কিন্তু "বন্ধুপ্রতীম" আজীবন শত্রু রাষ্ট্রের শিল্পীকে সম্মান দিতে ভারতও পিছিয়ে যায় নি যা ভারতের উচু মনেরই পরিচয়। তাই ক্রিকেটার মাজহার, পপ গানের রাজা / রানী নাজিয়া, জোয়েব আজকের আদনান সামী সবাই ভারত জুড়ে অসংখ্য প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও এতোটাই জনপ্রিয়।

পরিশেষে অনর্ব আপনাকে বলতে চাই, বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত কি হবে?, নজরুল না রবীন্দ্রনাথ কাকে কাছে টানব অথবা দুরে ঠেলব সেগুলো নিয়ে আমাদের দেশে যতই বিতর্ক থাক, আলোচনা হোক অসুবিধা নেই কিন্তু ঘরের কথা পড়ে বললে ভালো লাগে না। ঘরের কথা কইবে ঘরের লোকে, মেহমান কিংবা প্রতিবেশীরা নয়। আশা করছি অনর্ব দত্ত আমার বাংলা ভাষা বুঝতে পারবেন, খুব অসুবিধা হবে না।

তানবীর তালুকদার

২৯।০৪।০৬